দৃষ্টির দিগন্তে

ড.শামস্ রহমান

শিঃ হ্যালো! - শুন্‌তে পাচ্ছো?
তোমায় চেষ্টা করছি সেই কখন থেকে!
তুমি ভালোতো?
সেদিনের ভিড় ঠেলে ট্রামে উঠতে গিয়ে পায়ের গোড়ালির সে ব্যথাটা —
এখন কেমন?
এ কদিনে কিছুটা উপষম হয়েছে বুঝি!
রাতে মলম লাগাতে ভুলনা কিন্তু!

সেঃ তুমি কেমন আছ।
ভালোতো?
তোমার গলার ব্যথাটা এখন কেমন।
জীবনের অনেকটা পথ এসে, শেষে
উপড়ে ফেললে গলার গোলাকার দু'দুটো আকার;
তারপরও, তোমার যখন-তখন ব্যথা। কথা
তো এমন ছিল না?
ডাক্তারদের কথা আর বলো না —
দেশেও যেমন, বিদেশেও তেমন।

শিঃ আর, তোমার সেই বুক-জ্বালা ভাবটা?
কতদিন বলেছি, মিছেমিছি
বাইরের জিনিস খেও না বেশী —
কার কথা, কে শোনে!
ডাক্তার দেখিও, প্লিজ।
বলতো, তোমার কি এখন সে বয়স আছে!

সেঃ তোমার ব্যথাটা - আমি বুঝি।
তবুও, পেইন-কিলারের উপর তোমার এতটাই নির্ভরশীলতা,
আমার মোটেই ভালো লাগে না তা।
পার্শ-প্রতিক্রিয়াতেই আমার যত ভয়।
বংশে আছে তো, কখন কি হয়!
খেয়াল রেখ, প্লিজ।

শিঃ শুন্‌ছো?
শোন - বাড়ির পিছনে তোমার লাগানো সেই ফুলের চারাটা —
মনে পরে?
কঠিন মাটি সরষ হাতে আলগা করে পুতে দিলে চারা;
তারপর এক স্রোত জল।
সময় ও আলো-বাতাসে আজ তা দৌর্ঘ-প্রস্থে দীঘল;

যেন এক ঝাকড়া-কেশ বৃক্ষ।
এ বসন্তে কলি থেকে ফুল ফুটেছে - থোকায় থোকায়।
কাল-বিকেলে চা নিয়ে মাদুর পেতে বসেছিলাম বৃক্ষের ছাঁয়ায়।
কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যাকাশে উঠেছিল চাঁদ,
যেন এক মায়াবী ফাঁদ —
ভরা জ্যোৎস্না ভাসিয়ে নিয়েছে আমার স্বপ্নের ভেলা।

সেঃ জানো, কাল রাতে এক স্বপ্ন দেখেছি।
সে এক অদ্ভূত স্বপ্ন—
শত-শত কালো মুখোষধারী, গড়নে মাঝারী;
তবে মানুষ কিনা ঠিক বোঝা যায়নি—
তীর-বল্লম হাতে, আমার দিকে ধেয়ে আসে। আশে-পাশে
তখন জন-শূন্য, সে এক ভিন্ন জগৎ যেন!
ঘটনার আকস্মিকতায় ভয় পাই। দৌড়ে পিছু পালাই।
পালায়ান্তক মন ছুটে আবেগে, অধির বেগে;
কিন্তু পা যেন চলে না মন-সম তালে।
তবু ছুটার সে যে কি চেষ্টা!
এক সময় আমি ওদের নাগালের অতি নিকটে— প্রায় ধরেই ফেলবে আমাকে!
হঠাৎ, কে যেন সাহস জোগায়, মূহুর্তে ভয় কেটে যায়।
অতপর, বীরের বেশে তলোয়ার হাতে ঝাপিয়ে পড়ি।
প্রতিহত করি —
এক এক করে শত শত কালো মুখোষধারী।

চারিদিকে তখন ঘন কুয়াশা, সব যেন কেমন আবছা-আবছা।
বাষ্পকণা ভেত করে, দূরে,
দৃষ্টিতে ভেসে উঠে এক পোড় বাড়ি,
সামনে থাক্ থাক্ সিড়ি।
মনে হলো, ওটা আমাদেরই বাড়ি।

জানো, তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়।

শিঃ কটা বাজে এখন।
অনেক রাত হয়েছে বুঝি?
যাও, ঘুমও।
ভালো থেকো।

সেঃ তুমিও॥

১৯শে নভেম্বর, ২০০৮